

النزول ৭৭- العنيت ১০

৭৭

৭৭



(৭) যারা ঈমান আনে ও সংকর্য করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নিখরিসী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

সূরাযিলযাল

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কল্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সংকর্য করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসংকর্য করলে তাও দেখতেপাবে।

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ উর্বস্বাসে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাধাতে অগ্নিবিকুরক অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর যারা শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মগ্ন।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ

নেয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : يا اهل الجنة (হে জান্নাতীগণ) তখন তারা জওয়াব দেবে وسعديك والخير كله في يدك হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, هل رضىتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বোখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : وَلَسَوْفَ يَرْضَى অর্থাৎ, সত্তরই আল্লাহ তাআলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মায়হরী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ সূরার উপসংহারে আল্লাহর ভয়কে সমস্ত ধর্মীয়

উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নেয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خشيّة বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خشيّة বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামেল ও প্রিয় বন্দায় পরিণত করে।

সূরা যিলযাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا — আয়াতে প্রথম শিঙা ফুঁকার পূর্বকার

ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁকার পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুঁকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উথিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এস্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কেয়ামতের অবস্থা

তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাবহরী)

وَأَشْرَبَتِ الْأَرْضُ لَشَاہَا — এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)

বলেন : পৃথিবী তার কলিঙ্গার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ স্বপ্নের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে কলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে কলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে কলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণস্বপ্নের প্রতি আশ্রয় পায় না।—(মুসলিমঃ)

فَمَنْ يَمْلِكُ مَقَالًا ذَرَّةً خَيْرًا أَوْ شَرًّا — আয়াতে খির বলে শরীয়তসম্মত

সংকর্ম বোঝানো হয়েছে : যা ইমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ইমান ব্যতীত কোন সংকর্মই আল্লাহর কাছে সংকর্ম নয়। কুর অবস্থায় কৃত সংকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অশু পরিমাণ ইমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সংকর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সংকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ইমানই একটি বিরাট সংকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাকের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সংকর্ম করে থাকলে ইমানের অভাবে তা পচন্দ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সংকাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَمْلِكُ مَقَالًا ذَرَّةً شَرًّا أَوْ إِثْرًا — জীবদ্দশায় তওবা করেনি, এখানে

এমন অসংকর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অকাটা প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাক হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক— পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, দেব, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে-মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতকে : একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা ফিলখালকে কোরআনের অর্ধেক, সূরা এক্বাসকে কোরআনের এক তৃতীতাল্প এবং সূরা কাক্বিরনকে কোরআনের এক চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাবহরী)

সূরা আদিয়াত

০ হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিয়া ও আতা (রাঃ) প্রমুখের মতে 'সূরা আদিয়াত' মকায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রাঃ), ইমাম মালেক ও কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখের মতে মদীনা অবতীর্ণ।—(কুরত্বী)

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা সামগ্রিক অশুর কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে,

আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তাআলাই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টবস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামগ্রিক অশুর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশু বিশেষতঃ সামগ্রিক অশু যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অশু এসব অশু মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃষ্টিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তারের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশুকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষ্য বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা তাকে এক কৌটো তুচ্ছ বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শপথের প্রতি লক্ষ্য করুন — عَادِيَاتٍ থেকে উদ্ধৃত। অর্থ দৌড়ানো। صَيًّا ষোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مَوْرِيَاتٍ শব্দটি ایراء থেকে উদ্ধৃত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকমকি পাখর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। نَدَحَ এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহাল পরিহিত অবস্থায় ষোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিশূলকি নির্গত হয়। اَغَارَةَ শব্দটি اغارة থেকে উদ্ধৃত। অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া। اَثْرُنَ আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশতঃ রাত্রির অন্ধকারে হানা দেয়া দোষগীষ মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর একাজ করত। اَثْرُنَ শব্দটি اَثْرًا থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نَعَمَ ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ, অশুসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষতঃ প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগতির ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবতঃ এটা ধূলি উষিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দুরাই ধূলি উড়তে পারে।

وَسَوَّلْنَ بِأَحْسَنَاتٍ — অর্থাৎ, এসব অশু শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। لَكُونُوا হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি, আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে গোনাহের কাছে ব্যয় করে, তাকে لَكُونُوا বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নেয়ামত দেখে, কিন্তু নেয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উজির সারমর্ম নেয়ামতের নাশোকরী করা।

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ لَدِينِ — এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে

ধন- সম্পদকেও خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধন-সম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এক উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধন-সম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদেও জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধন-সম্পদের পরিণতি তাই হবে, দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্যে বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধন-সম্পদকে خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنَّا نَزَّلْنَاهُ خَيْرًا —

القائمة ١-٢: ١٠٢

৭৮

৩. ৬

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعِشِيقِ الْمُنْقُوشِ ۝ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُمْ تُهَوُّ
فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ
هَامِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝ تَارْحُمِيَةٌ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى رَزَقْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوْهَا مُنْقَادِينَ ۝
ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

(৯) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উন্মুক্ত হবে (১০) এক অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

সূরা কারেরা

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করাতকারী, (২) করাতকারী কি? (৩) করাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (৫) এক পর্বতমালা হবে ধূনির রঙীন পপমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখীজীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্জ্বলিতঅগ্নি।

সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচ্চিৎ নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচ্চিৎ নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জনতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিবা-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়াযত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

উপরোক্ত আয়াতে অশুর শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দুটি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে — (এক) মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এক নেয়াযত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। ‘দুই’ সে ধনসম্পদের লালসায় মগ্ন। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরীখে নিন্দনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে,

কেয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উন্মুক্ত করা হবে এক অন্তরের সকল ভেদ কীস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তাআলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এক ধন সম্পদের লালসায় মগ্ন না হওয়া।

সূরা কারেরা

এ সূরায় আমলের গুণন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের গুণন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাকের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে জানা যায়, আমলের গুণন সম্ভবতঃ দুবার হবে। একবার গুণন করে মুমিন ও কাকেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মুমিনের পাল্লা ভারী ও কাকেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মুমিনদের মধ্যে সংকর্ম ও অসংকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে দ্বিতীয় গুণন। এ সূরায় বাহ্যতঃ প্রথম গুণন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের পাল্লা ইমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সংকর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহরীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাকের ও সংকর্মপরায়ণ মুমিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিনদের মধ্যে যারা সং ও অসং মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে তাদের দান-প্রতিদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামতে মানুষের আমল গুণন করা হবে — পণনা হবে না। আমলের গুণন একলাস তথা আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের গুণন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নাযায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের গুণন কম হবে।

সূরা তাকাসুর

অর্থাৎ, প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) এ

তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিবেশিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ